



তোমার ডানায় ভর করে আজ  
ঘুরতে চাই এ ভুবন,  
ফুলের মধু খেতে যে  
চাইছে পাগল মন।

👉 লেখার সৃজনশীলতায়~[#ছন্নছাড়া](#)



ওই যে দেখো কুঞ্জ ছায়া, হয়তো সেথায়  
কাটবে প্রহর, তোমার সাথে,  
হাতের পরশ রইবে হাতে,  
মনের কোনে গহীন ঘরে থাকবে শুধু তুমি  
যত দূর যায় চোখ, পাশে আছে আমি ।  
হঠাৎ করে বৈশাখেতে বৃষ্টি এলে ভারী,  
হাতের লোমে জমতে থাকে জলের ধুলো,  
ঠিক তখনই ঘুমের থেকে জাগিয়ে তুলে বলবে আমায় - "এমন  
প্রেমিক পাবে কোথায় তুমি?" নৌকা নিয়ে ফিরবে ঘাটে মাঝি,  
রইব বসে মুখোমুখি, কাটবে জীবন হেসেখেলে  
স্বপ্ন মধুর মোহে।

👉 লেখার সৃজনশীলতায়~[#ছন্নছাড়া](#)



বয়ে চলে সময়ের সাথে সাথে,  
চলে ওই মস্ত গতি নিয়ে,  
অস্তগামী সূর্য লাগি গায়,  
চিকমিকিয়ে ওঠে জলের কোণায়।

👉 লেখার সৃজনশীলতায়~[#ছন্নছাড়া](#)





সামান্যই আকাশ, বেশিরভাগই নীল ও দুর্গম,  
তবুও কি দুঃসাহস, পাড়ি দিতে চায় এ মন।  
পাড়ি দেওয়া টা হয়তো সহজ  
রংবেরঙের ইচ্ছে ডানায় ভেসে;  
আমার কল্পনার রং লেগে আছে  
ওই দূর নীল আকাশে।

লেখার সৃজনশীলতায়~[#ছন্নছাড়া](#)



ওই যে দেখো কুঞ্জ ছায়া, হয়তো সেথায়  
কাটবে প্রহর, তোমার সাথে,  
হাতের পরশ রইবে হাতে,  
মনের কোনে গহীন ঘরে থাকবে শুধু তুমি  
যত দূর যায় চোখ, পাশে আছে আমি।  
হঠাৎ করে বৈশাখেতে বৃষ্টি এলে ভারী,  
হাতের লোমে জমতে থাকে জলের ধুলো,  
ঠিক তখনই ঘুমের থেকে জাগিয়ে তুলে বলবে আমায় – "এমন  
প্রেমিক পাবে কোথায় তুমি?" নৌকা নিয়ে ফিরবে ঘাটে মাঝি,  
রইব বসে মুখোমুখি, কাটবে জীবন হেসেখেলে  
স্বপ্ন মধুর মোহে।

লেখার সৃজনশীলতায়~[#ছন্নছাড়া](#)



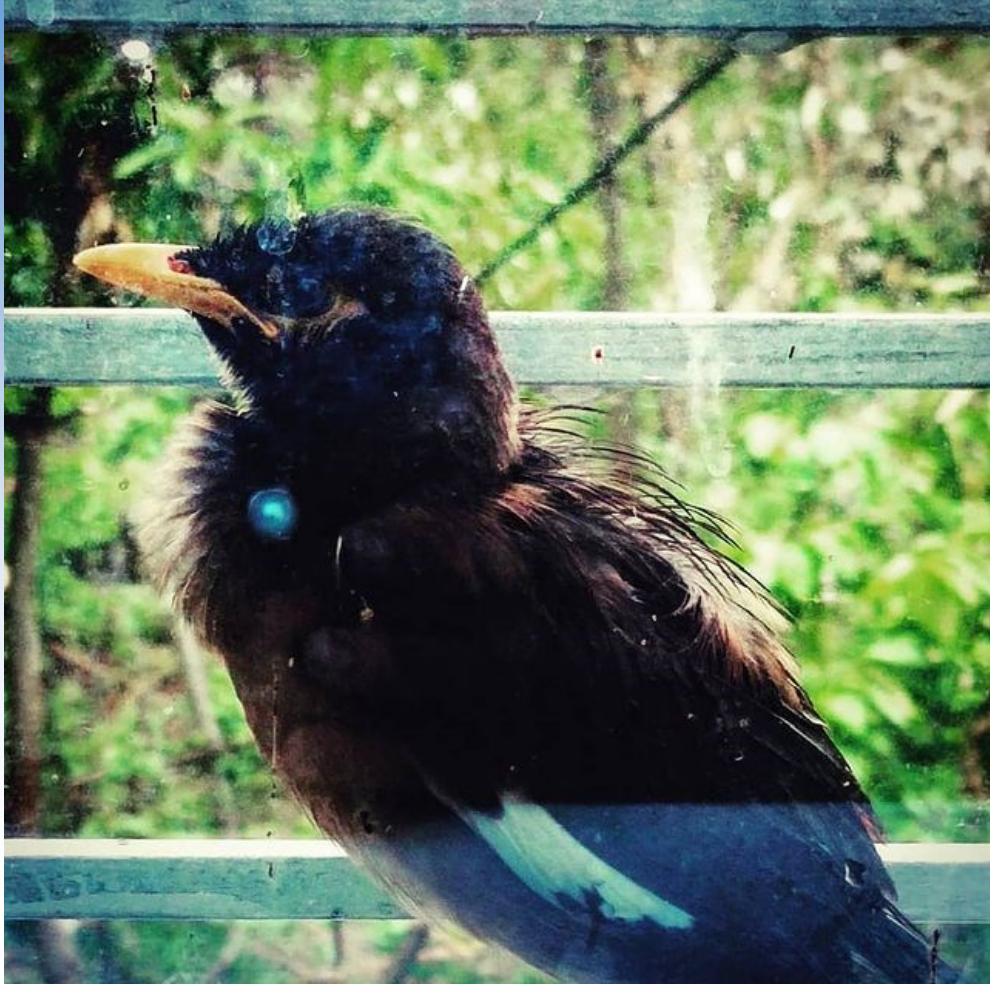
কুড়িয়ে রেখেছি এক মুঠো পড়ন্ত রোদ  
জমিয়ে রেখেছি তোমার আমার বৃষ্টি,  
প্রকৃতির খেলায় হয় অনেক কিছু  
তাই দেখেছি "পঞ্চ রক্তিম" -এ ঐ সৃষ্টি।

বারিবিন্দু আজ হলো না হয় ভবিষ্যৎ দর্পণ, কুসুম হল উৎস, প্রতিবিন্দু আজ যাকে দেখি  
না হয় তার কাছে হব নিঃস্ব।  
বিশ্বজুড়ে ভুগছে আজি মহামারী আতঙ্কে,  
ক্ষুদ্র প্রাণের তেজে যে সব ধ্বংসের কবলে।

ঢালো শান্তির বারি জগৎজুড়ে এ ঘোর অসময়ে ,  
তুমি শক্তিদায়িনী,  
ঘোঁচাও আঁধার চিন্ময়ী রূপ ধরে।।

লেখার সৃজনশীলতায়~[#ছমছাড়া](#)





একটা বছর হয়ে গেলো, তুমি নেই। তোমার বিকল্প হিসাবে বসাতে পারিনি কাউকেই, খুঁজেও দেখিনি অবশ্য। জানো, ঐ যে ল্যাম্পপোস্ট টার উপরে আমাদের ঘর বেঁধেছিলাম, সেখানে ফিরতেও আর মন চায় না; তাই ওই মানুষগুলোর ঘরে ঘরে ঘুরে বেরিয়ে তাদের আনন্দগুলো দেখে দিন কাটাচ্ছি। বৃষ্টিতে আজ ভিজলাম, আকাশে ডানা মেলে কিন্তু সেই পূর্ণতা পেলাম না। তোমার অনুপস্থিতি যে আমাকে বড্ড কাঁদায় প্রিয়। যেখানেই থেকো ভালো থেকো, আবার ফিরে এসো অন্য কোন রূপে, অন্য কোন জগতে, অপেক্ষায় রইলাম!!

লেখার সৃজনশীলতায়~[#ছন্নছাড়া](#)



মন চাইছে আজ ওই মেঘেদের সাথে হারিয়ে যেতে  
সেই মেঘমদির খোঁজ করতে!!!

লেখার সৃজনশীলতায়~[#ছন্নছাড়া](#)





তোমার আকাশ রঙিন ভীষণ,  
ছোঁয়াচে আদর মাখা দৃষ্টি।  
আমার আকাশ বিষণ্ণতায়,  
মেঘলা রাতে, মন খারাপের বৃষ্টি।

তোমার আকাশে বৃষ্টি নামুক  
ভিজুক তোমার পাড়া,  
আমায় ছোঁয়াছে একটু আদর দিও,  
খুজবো নতুন আকাশ,  
হবো বাঁধনহারা।

✍ লেখার সৃজনশীলতায়~[#ছন্নছাড়া](#)



তোর আকাশে আজ অন্য বসন্ত,  
তাই তোর শহরে আমি নিষিদ্ধ।  
ভালোবাসা ছেড়ে গেছে আমাদের বহুকাল ,  
তবু ছায়াটাকে শুধু বয়ে নিয়ে বেড়ানো।  
তোর সন্ধানে ব্যস্ততার দীর্ঘ মিছিল,  
বোঝা লাগে পৃথিবীর ব্যথা সব।  
সময়ের খতিয়ান করি মাপ,  
ভাঙাচোরা মনটাকে নিয়ে এগোনো।  
তবু নির্বোধ এ হৃদয়, আজও তোকে ছুঁতে চায়।  
আবারো ফিরে পেতে চায় এ মনের মনিকোঠায়।।

#অবসান

👉 লেখার সৃজনশীলতায়~[#ছন্নছাড়া](#) (কঙ্কনা দাস)



## #পাকু

"আবার তুই এসেছিস, বারণ করেছিলাম না তোকে আসতে? খালি মাছ খেয়ে পালানো, বের করছি আমি..."—হ্যাঁ, এই সব কথোপকথন -ই চলে পাকুর সাথে আমার মানে মিনিটার সাথে।

চার দিন বয়সে ওর মাকে ও হারায় গাড়ির এক অ্যাক্সিডেন্ট-এ। তারপর থেকে আমাকে ওর মা ভাবতে শুরু করে। বয়স যত বাড়তে থাকে পাকুর, দুষ্টমিতে হয়ে ওঠে তালগাছ। বকাবকি করলে ক্ষমা চাওয়ার কি স্টাইল, দেখলে মাথা খারাপ হওয়ার জো হয়। কোলে তুলে নিতে বাধ্য হতে হয়, রোজই একই ঘটনা ঘটে আর কি। আর ওর এই দুষ্টমিতে জর্জরিত হয়ে রোজ ভাবি ওকে কোথাও দিয়ে আসবো, আর রাখব না নিজের কাছে।

তবে সেদিন একটু অন্যরকম ঘটল। না, অন্যরকম মানে নিয়মের কোন হেরফের ঘটেনি, তবে বকুনির মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। work from home আর নতুন প্রজেক্ট নিয়ে সত্যিই খুব ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ রান্নাঘর থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পাই, গিয়ে দেখি এক বাটি দুধ মেখে, মেঝেতে বসে আছে পাকু আর বাটিটা পরে রয়েছে তার পাশে। বকাবকি শুরু করতেই একইভাবে ক্ষমা প্রার্থনায় ব্রতী হয় পাকু। তবে সেদিন আর মন গেলনি আমার, পা সরিয়ে নিয়ে বলি - "আজ তোর একদিন কি আমার একদিন, নয় তুই থাকবি নয়তো আমি"। চলে আসি আমার ঘরে, ব্যস্ত হয়ে পড়ি নিজের কাজে। পাকু আমায় অনেক ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও কোনো উত্তর দিইনা আমি। তারপর পুরো নিশ্চুপ হয়ে যায় ও।

খটকা লাগে আমার, ডাকাডাকি করতে আরম্ভ করি ওকে কিন্তু কোনো উত্তর আসেনা। রান্নাঘর, ছাদ, বাড়ির পিছন, বাগান - প্রায় সর্বত্র খুঁজি, তাও পাইনা ওকে। মায়ের ঘরেও যায়নি ও। খুব রাগ হয় নিজের ওপর, এতো কড়াভাবে শাসন না করলেও চলতো হয়তো। পাকু যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে আমার সাথে তা বুঝতে পারিনি; ওকে ছাড়া আমার জীবন প্রায় টকজল ছাড়া ফুচকার মতো। যাকে ছাড়া হয়তো জীবন অতিবাহিত করা যাবে, কিন্তু থাকলে জীবন হবে পরিপূর্ণ। চোখের কোণে জল চলে আসে আমার, হটাত ষ্টোর রুম থেকে একটা আওয়াজ - "ম্যাও"। রুমের দরজা খুলে দেখি পাকু পুরানো জিনিসপত্রের পাহাড়ের মাঝে আটকে গিয়েছে, আর আমাকে দেখে চোখ পিটপিট করছে। ছুটে গিয়ে কোলে তুলিনি ওকে।

যাকে একদিন নিজের কাছছাড়া করতে চেয়েছিলাম আজ তাকে চোখে হারাচ্ছি। হয়তো কারোর অনুপস্থিতি বুঝিয়ে দেয় তার উপস্থিতির গুরুত্ব।



লেখার সৃজনশীলতায়~[#ছদ্মছাড়া](#) (কঙ্কনা দাস)